দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 05 JAN 1997
পৃঃ ৫ কলাম ৩

বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা

মকবুলা পারভীন

বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালুর ৩ বছর পূর্তি হল। এই ৩ বছরে স্কুল গমনোপযোগী শিশুদের স্কুল মুখো করার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে কি-না এ ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে— এই ৩ বছরে শিশু শিক্ষাদান ব্যবস্থা যথাযথভাবে কার্যকর করা যায়নি।

এখনো শতকরা ১০ ভাগ শিশুকে এর আওতায় টানা সম্ভব হয়নি। যদিও সরকারের পক্ষ থেকে ছেলে-মেয়েদের স্কুলগামী করার জন্য কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। পদক্ষেপগুলো ছিল বিশেষ স্কোয়াড গঠন, বাধ্যতামূলক পরিদর্শন ব্যবস্থা এবং শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী। এই কর্মসূচী যথাযথ পালিত হয়েছে কি-না তা অবশ্য প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্টে প্রকাশিত হয়নি। তবে সরকারের একটি উদ্যোগ নষ্ট হতে যাচ্ছে, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হচ্ছে না এটা একটি বড় ব্যর্থতা।

প্রতি বছর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ব্যাপক হারে শিশু শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়। কিন্তু দিন-মাস যেতে যেতে এরা পড়ালেখা থেকে সরে পড়ে বা ঝরে যায়। এর ফলে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ভেস্তে যেতে বসেছে। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার এই অবস্থার জন্য দায়ী আর কিছুই নয়— দায়ী চিরকালের দারিদ্র্য। আধুনিক যুগকে দেখে গরীব পিতা-মাতার সাধ হয় তাদের সন্তানদের পড়াশোনা করিয়ে শিক্ষিত করতে। কিন্তু অনেক দরিদ্র পিতা-মাতার পক্ষে সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর উপযুক্ত করে পাঠানোরও সাধ্য নেই। বিনামূল্যের বই পাওয়া গেলেও শিশুর খাদ্য, খাতা-পেন্সিল, বস্ত্র এবং পরিচ্ছন্ন থাকার উপকরণ যোগানোর ক্ষমতা বহু দরিদ্রের নেই। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্যের কথা শোনা গেলেও দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তা পালিত হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে এর আগে। গমের লোভে পড়াশোনা করতে এসে অনেকে নিরাশ হয়েছে। অনেকে লেখাপড়ার চেয়ে গমকেই প্রাধান্য দিয়েছে। কাজেই 'গম' বা খাদ্য শেষ পর্যন্ত শিক্ষাকে এগিয়ে দিতে পারেনি। গমের চেয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বাবা-মার কর্মসংস্থান অথবা প্রতি ছাত্রের বৃত্তি প্রদান কর্মসূচী গ্রহণ করা হলে সমস্যার সমাধান হত মনে হয়। ছোট ছোট শিশুদের স্কুলে পাঠিয়ে বাবা-মা তাদের গৃহকর্মের সাহায্যকারী শূন্যতায় ভোগে বা শিশুদের উপার্জন বন্ধ হওয়াতে তারা আরও সমস্যায় পড়ে বলে এসব অশিক্ষিত বাবা-মাতাদের সন্তানদের স্কুলে যেতে দেয় না। সুতরাং বাধ্যতামূলক শিশু শিক্ষাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে অভিভাবকদের অব্যাহত দারিদ্র্য মোচনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে আগে। এছাড়া শিক্ষা ক্ষেত্রে বাধা অপসারণ করতে হবে এবং লেখাপড়া শেষে তাদের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দিতে হবে। একই সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয় সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং উৎসাহী ও প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকের কারণেও ছাত্ররা স্কুল ত্যাগ করে এবং ভাল শিক্ষকের কারণে তারা স্কুলে যেতে চায়।